ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স-২০১৭ এবং আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স-২০১৭ এর গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনা কমপ্লেক্স, ডিএসসিএসসি, মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা, সোমবার, ০৪ পৌষ ১৪২৪, ১৮ ডিসেম্বর ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ,

কমান্ড্যান্ট ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ ও অনুষদ সদস্যগণ,

ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স এবং এএফডব্লিউসি কোর্স-২০১৭ এর গ্র্যাজুয়েটিং সদস্যবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আ'লাইকুম।

ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স-২০১৭ এবং আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স-২০১৭-এর গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।

ডিসেম্বর আমাদের মহান বিজয়ের মাস, আমাদের গৌরবের মাস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এ মাসেই বাংলাদেশের শান্তিকামী জনগণ পাকিস্তানী সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে।

আমি বিজয়ের মাসের এই শুভক্ষণে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার-নেতাকে, যাঁরা বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। স্মরণ করছি ত্রিশ লাখ শহিদ এবং দুই লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই আমার আন্তরিক অভিবাদন।

প্রিয় কোর্স সদস্যবৃন্দ,

দীর্ঘ প্রায় এক বছরের কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আপনারা এনডিসি ও এএফডব্লিউসি কোর্স সফলভাবে শেষ করতে যাচ্ছেন। আমি আপনাদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমি জেনে খুবই আনন্দিত যে, আপনারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে গভীর পর্যবেক্ষণ, পড়ালেখা ও গবেষণা করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে সামাজিক-রাজনৈতিক সংস্কৃতি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও জাতীয় নিরাপত্তা। আপনারা দেশ পরিচালনার বিভিন্ন সমস্যা ও ভবিষ্যত কর্মপন্থা সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করেছেন। এসবের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োগ নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জাতীয় অগ্রগতির ধারাবাহিকতা আরও বেগবান করতে সহায়ক হবে।

প্রিয় গ্রাজুয়েটগণ,

আপনারা জানেন, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের কৌশলগত গুরুত্ব ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। বর্তমানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ঐক্য উন্নয়নে বাংলাদেশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও গৌরবময় ভূমিকা রাখছে। আমাদের পররাষ্ট্র নীতির মূল মন্ত্রই হল: 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরীতা নয়'।

বঙ্গবন্ধু প্রণীত এই নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সু-সম্পর্ক সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিতে সচেষ্ট আছি। নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিপন্ন মানবতার ডাকে সাহায্যের হাত বাড়াতে আমরা কার্পণ্য করিনি। প্রতিবেশি মিয়ানমার হতে বিতাড়িত ১০ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠিকে আমরা আশ্রয় ও মানবিক সহায়াতা দিয়ে যাচ্ছি। মানবিকতার মানদন্ডে বাংলাদেশ আজ একটি মর্যাদাপূর্ণ ও সংবেদনশীল রাষ্ট্র হিসেবে আন্তর্জাতিক মহলে প্রশংসিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনের পাশাপাশি, দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে, নারী-শিক্ষা ও ক্ষমতায়নে এবং সার্বিক অর্থে জনগণের অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভরতা অর্জনসহ সকলক্ষেত্রে আমাদের সরকার ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সচেষ্ট আছি। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশের পরিমন্ডলে প্রবেশ করেছে। ২০২১ সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব-ইনশাআল্লাহ।

দেশের ক্রমাগত উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সফলতা সত্বেও কিছু কিছু চ্যালেঞ্জ থেকেই যায়। আমি বিশ্বাস করি সদ্যসমাপ্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে আপনারা সে চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে অনেক বেশি অবদান রাখতে পারবেন।

প্রিয় অফিসারবৃন্দ,

১৯৯৬ সালের আগে সশস্ত্র বাহিনীর জেষ্ঠ্য ও মধ্যম সারির কর্মকর্তাদের উচ্চমানের প্রশিক্ষণের জন্য আমাদের নিজস্ব কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। আপনাদের উচ্চশিক্ষার কথা বিবেচনা করে আমরা ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদকালে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ বা এনডিসি প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। যা বর্তমানে একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের বর্তমান সুখ্যাতি ও বহির্বিশ্বে এর সু-পরিচিতি আমাদের জন্য সত্যিই একটি গর্বের বিষয়।

শুধু সশস্ত্র বাহিনীর ভিতরেই নয়, ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ কৌশলগত স্তরের একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেসামরিক পরিমন্ডলেও সমাদৃত হচ্ছে। সরকারি উচ্চপদস্থ বেসামরিক কর্মকর্তাগণ এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রভূত অবদান রেখে চলেছেন।

এনডিসি ও এএফডব্লিউসি কোর্স ছাড়াও, এনডিসি কর্তৃক পরিচালিত 'ক্যাপস্টোন কোর্স' -এর মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা ও নীতিনির্ধারক পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের উপর সম্যক জ্ঞান লাভ করেছেন। 'Civil-military Relation' বা সামরিক-অসামরিক সম্পর্ক উন্নয়নে নিঃসন্দেহে এনডিসি একটি মাইল-ফলক হিসেবে কাজ করছে।

সশস্ত্র বাহিনীর প্রিয় সদস্যগণ,

আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নে আমরা সর্বশেষ প্রযুক্তি ও আধুনিক সরঞ্জামাদির সরবরাহ নিশ্চিত করেছি এবং সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ স্থাপনা তৈরি করেছি। একটি পেশাদার ও প্রশিক্ষিত সশস্ত্র বাহিনী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা সর্বদা কাজ করে যাচ্ছি। আমরা সদ্য পরিবর্তনশীল সশস্ত্র বাহিনীর সামর্থ্যকে পুনর্মূল্যায়ন করে যাচ্ছি এবং একবিংশ শতাব্দির বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নের জন্য ফোর্সেস-গোলের আলোকে সকল পদক্ষেপ গ্রহণে আমরা সদা সচেষ্ট।

বাংলাদেশ তার সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে গর্ববোধ করে। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর জন্ম। আমাদের দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনী জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সর্বদা দেশ ও জনগণের পাশে থেকেছে। প্রাকৃতিক ও অন্যান্য দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের সময় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ সর্বদা সততা, নিষ্ঠা ও কঠোর শ্রম দিয়ে এদেশের মানুষকে সাহায্য করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ দেশে এবং জাতিসংঘ মিশনসহ বিদেশেও অত্যন্ত দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। আমি আশা করি, জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে এই অংশীদারিত্ব সময়ের পরিক্রমায় আরও বলিষ্ঠ হবে। আমি বিশ্বাস করি সশস্ত্র বাহিনী তার উদ্যোগ, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বে অর্জিত জ্ঞান সর্বদা বজায় রেখে চলবে।

প্রিয় সুধিবৃন্দ,

যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে আমরা ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, আজ সংস্থাটি তার সেই অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। আমরা চেয়েছিলাম এমন একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান যা দেশ ও বিদেশের উচ্চ পর্যায়ের সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে উচ্চতর জ্ঞানশৈলীর চর্চা করবে। আমি গর্বভরে বলতে চাই, ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তারা আজ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন।

এ প্রতিষ্ঠানের গ্রাজুয়েটগণ মন্ত্রিপরিষদ সচিব, সেনা-নৌ-বিমান বাহিনীর প্রধান ও পুলিশ প্রধান-এর মত রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন বা হচ্ছেন। এমনকি দেশের অন্যান্য পেশার মানুষ যেমন ব্যবসায়ী, শিক্ষক ও সংসদ সদস্যগণ বর্তমানে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের ক্যাপস্টোন কোর্সে অংশগ্রহণে আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

পাশাপাশি, এনডিসি কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনার ও কৌশলপত্র জাতীয় নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজকে এই প্রশংসনীয় মান বজায় রাখতে হবে এবং তার উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে হবে।

Dear Allied Course Members,

I congratulate you for successfully completing the National Defence course.

I hope you enjoyed the deep rooted traditional hospitality of Bangladesh. I do hope that you will also act as the good-will ambassadors of Bangladesh from your respective positions. I wish you every success in the days to come.

উপস্থিত সুধিবৃন্দ,

আমি অত্যন্ত আশাবাদী যে, ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ 'জ্ঞানেই নিরাপত্তা' - ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের এই মূলমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশকে টেকসই উন্নয়ন এবং আত্মনির্ভরশীলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সবশেষে, সফলতার সঙ্গে এনডিসি ও এএফডব্লিউ কোর্স সম্পন্ন করার জন্য আমি কমান্ড্যান্ট এনডিসিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি, অন্যান্য ফ্যাকাল্টি সদস্য ও স্টাফ অফিসারকেও আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আমি ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি এবং এই প্রতিষ্ঠানের জন্য সকল ধরণের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

উপস্থিত সকলের প্রতি আন্তরিক শুভকামনা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...